মানবাধিকার ও গণতন্ত্র সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার রেকর্ড
২০০৪ – ২০০৫

বাংলাদেশ

আলোচ্য বছরে (২০০৪–২০০৫) বাংলাদেশ সরকারের মানবাধিকার রেকর্ডের আরো অবনতি ঘটেছে। বিচার–বহির্ভূত হত্যাকান্ডের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, বেসরকারী সংগঠনগুলোর (এনজিও) প্রতি হয়রানি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু গ্রুপগুলোর প্রতি বৈষম্যসহ আরো অসংখ্য অত্যাচার নিপীড়নের ঘটনা চলতি বছর ঘটেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হত্যাকান্ডসমূহের সুষ্ঠু তদন্ত পরিচালনা করতেও সরকার ব্যর্থ হয়েছে। অপরাধীদেরকে দণ্ড থেকে অব্যাহতি প্রদান, পুলিশের দুর্নীতির কারণে তদন্ত কাজ ব্যাহত হওয়া এবং নির্যাতনের ঘটনা নিয়মিতভাবে ঘটেছে। দেশের রাজনৈতিক পরিবেশে সহিংসতা ব্যাপক হারে বিরাজ করেছে এবং তা গণতান্ত্রিক ধারণা ও চর্চাকে অস্থিতিশীল করা অব্যাহত রেখেছে। বিচারের আগেই সুদীর্ঘ সময় ধরে আটক থাকা, দুর্নীতি এবং দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা অনিষ্পন্ন মামলা বিচার ব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছে। সরকার বাক স্বাধীনতা, চলাফেরা, সমাবেশ, রাজনৈতিক সভা–মিছিল করার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সীমিত করেছে। আলোচ্য বছরের জুন মাসে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ তাদের সংসদ বয়কটের অবসান ঘটায়, যদিও তারা অভিযোগ করে যে দলের সদস্যদের সংসদীয় অধিকার প্রয়োগ করা থেকে বাধা দেয়া হচ্ছে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অব্যাহত রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত ধর্মীয় দলগুলোর চাপে সরকার আহমদিয়া ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের সকল প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তবে বছরের শেষে, আহমদিয়াদের রক্ষা করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। শিশু শ্রম এবং শিশু শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের হার ছিল ব্যাপক। পতিতাবৃত্তিতে ও বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে যে সব নারী ও শিশুদেরকে পাচার করা হয় সেই সমস্যার প্রতি সরকার আবার নতুন করে মনোনিবেশ করে এবং গ্রীষ্মের শুরুতে পাচারকারীদের গ্রেফতার, বিচার ও দোষীদেরকে অভিযুক্ত করার জন্য সরকার বিশেষভাবে আগ্রাসী ও সফল হয়।

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক কৌশলের লক্ষ্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা, নাগরিকদের প্রতি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা এবং আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করা। এগুলো করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার করতে চায়, শিক্ষিত নাগরিকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়াতে চায় এবং স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করতে চায় এবং পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর পেশাদারিত্বের মান উন্নত করতে চায়। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সুশাসন, দুর্নীতি হ্রাস, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি, নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস ও পাচার রোধ করতে চায় এবং একই সঙ্গে নারী, শিশু ও শ্রমিক অধিকারের মান উন্নত করতে চায়।

মানবাধিকার বিষয়ক আলোচনা আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি প্রধান উপায় হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের বার্ষিক মানবাধিকার চর্চা সম্পর্কিত প্রতিবেদন ব্যবহার করে সরকারীভাবে এ দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে থাকে। এই প্রতিবেদন বাংলাদেশে ব্যাপক হারে প্রচার পেয়ে থাকে এবং বাংলাদেশে ও দেশের বাইরে সরকার, বিরোধী দল, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এবং এনজিওসমূহ নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখে।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্ব বিষয়ে সরকার, বিরোধী দল এবং নাগরিক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মকর্তারা সরকারী ও বেসরকারীভাবে কাজ করে থাকে। রাজনৈতিকভাবে দমনের একটি হাতিয়ার হিসেবে ধর্মঘট এবং ব্যক্তিগত আক্রমণের আকারে সহিংসতাকে যুক্তরাষ্ট্র নিন্দা জানিয়েছে। প্রতিরক্ষা সচিব রামসফেল্ড, ইউএসএআইডি-র অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ন্যাটসিওস, শ্রম দফতরের আন্ডার সেক্রেটারি গ্রিজার্ড, এবং দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্র সচিব রকার মতো কর্মকর্তাগণ ২০০৪ সালে তাদের ঢাকা সফরকালে মানবাধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং দেশের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে রাজনৈতিক আলোচনার ওপর জোর দেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ২১শে আগস্ট তারিখে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর হামলার পর একটি দ্রুত এবং কার্যকর তদন্তের জন্য দুতাবাস সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে। একই ভাবে, সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ওপর হামলার পর এর একটি স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের প্রয়োজনীয়তা এবং রাজনৈতিক মত প্রকাশের অনুমোদনের ওপর গুরুত্ব আরোপের জন্য রাষ্ট্রদুত সরকারের ওপর চাপ দেন। ২০০৫-এর জানুয়ারি মাসে এক হামলায় সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ মোহাম্মদ কিবরিয়াসহ চারজন আওয়ামী লীগ নেতা নিহত হওয়ার পর দফতর এর একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র একটি বিবৃতি প্রদান করে। এই হামলায় ৭০ জনেরও বেশি আহত হয়। এই ঘটনার একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং বাংলাদেশে যে ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতা বিরাজ করছে তার অবসানের ওপর পররাষ্ট্র সচিব জোর দেন। রাষ্ট্রদুত এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য কূটনীতিকরা বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন যেগুলোতে মানবাধিকারের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এগুলোর মধ্যে প্রেস ফিডম ডে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে মূল বক্তব্যও তারা প্রদান করেন।

শাসন ব্যবস্থা এবং দুর্নীতিকে কেন্দ্র করেই যেহেতু মানবাধিকার লংঘনের বেশির ভাগ ঘটনা ঘটে থাকে, দুতাবাস তাই এর গণতন্ত্র উন্নয়ন প্রচেষ্টা কর্মসূচী রাজনৈতিক সংস্কার এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা উন্নয়নের ওপর মনোনিবেশ করে থাকে। সংসদীয় কমিটিসমূহকে জোরদার করা, রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার এবং নির্বাচিত স্থানীয় সরকারগুলো যাতে এর নাগরিকদের প্রতি আরো জবাবদিহিমূলক হয় যে তাতে সহায়তা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র 'ইউএসআইডি'-র মাধ্যমে একটি তিন বছরব্যাপী কর্মসূচীতে অর্থায়ন করছে। বিগত বছর জুড়ে মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এমএবি) গঠনে সহযোগিতা এবং স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের একটি নেটওয়ার্ক ন্যাশনাল ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম (স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত কাউন্সিলের সমমানের) গঠনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। 'এমএবি'-র প্রতি সহযোগিতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সদস্য নিয়োগ,

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি জাতীয় সম্মেলন আয়োজন এবং সদস্য পদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা এবং এ ধরনের একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। নীতিমালা বিষয়ে জেলা পর্যায়ে মোট ৪৩টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এবং জাতীয় পর্যায়ে এ ধরনের কর্মশালা হয় আরো দু'টি।

দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে অচলাবস্থা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যস্তরের নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে 'ইউএসএআইডি'-র মাধ্যমে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটি (আইআরআই) এর সংগে যুক্তরাষ্ট্র একটি কর্মসূচীতে অর্থ দিচ্ছে। এনডিআই ছয়টি শহরে ৩২ জন মহিলাসহ রাজনৈতিক দলের মধ্য স্তরের ১৬০ জন নেতাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রশিক্ষণের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক নীতিনীতি গড়ে তোলা। আইআরআই রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে প্রায় চার হাজার তরুণ কর্মীর একটি আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন করে।

আলোচ্য বছরে, যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস অপরাধী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ধর্মীয় চরমপন্থীদের কাছ থেকে চাপ ও সহিংসতার সম্মুখীন সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। রাষ্ট্রদুত সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে আমাদের সমর্থন জোর দিয়ে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে পাঁচটি প্রধান সংবাদপত্র কার্যালয় পরিদর্শন করেন। দুতাবাসের প্রেস সেকশন ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রদুত টমাসের লিখিত একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে, যা বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রে স্থান পায়। দুর্নীতির সর্বব্যাপ্ত সমস্যা মোকাবিলা এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সম্পর্কে বাংলাদেশী সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারে ইউএসএআইডির উদ্যোগের ফলে সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা ও মানবাধিকার সম্পর্কিত প্রতিবেদনের মান উন্নত হচ্ছে।

আধাসামরিক পুলিশ বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ক্রমবর্ধমান ঘটনার ব্যাপারে রাষ্ট্রদুত ও দুতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তা প্রকাশ্যে ও ঘরোয়াভাবে অপরাধ দমনের একটি উপায় হিসেবে সরকার অনুমোদিত এই হত্যাকান্ডের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। উপরন্তু, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (আইএমইটি), এক্সপান্ডেড ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (ইআইএমইটি) এবং সন্ত্রাস দমন প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করে। এই সব প্রশিক্ষণে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে শান্তিরক্ষা বাহিনীর কারিকুলামে এবং বাংলাদেশী শান্তিরক্ষা বাহিনীকে নিয়ে যৌথ প্রশিক্ষণে মানবাধিকার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের ৮ হাজোরের বেশি শান্তিরক্ষী ১২টি দেশে কর্মরত রয়েছে।

যেহেতু পুলিশ অধিকাংশ মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী, তাই যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস পুলিশের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন ও মানবাধিকার ও আইনের শাসনের ব্যাপারে তাদের অঙ্গীকারের ব্যাপরে গুরুত্ব দেয়। ইউএসএআইডির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র কয়েকটি নির্বাচিত থানায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ওপর নজর রাখার উদ্দেশ্যে একটি স্থানীয় এনজিওকে অর্থ সহায়তা দেয়। যুক্তরাষ্ট্র মানুষ পাচার দমন সম্পর্কিত প্রকল্পে সহায়তাদানসহ মানবাধিকার সম্পর্কিত এনজিওগুলোকে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি

সহায়তা প্রদান করে। দুতাবাস বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও সামরিক বাহিনীর পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কয়েকটি কার্যক্রমের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রসারে জোরালোভাবে জড়িত রয়েছে। পুলিশ একাডেমি ও ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলে একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুলিশের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিচার বিভাগের একটি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেটিভ ট্রেনিং অ্যাসিসট্যান্স চলতি বছর শুরু হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র চার-বছরব্যাপী একটি কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় মানবাধিকার গ্রুপগুলোকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে, এই কার্যক্রমের আওতায় থানার ওপর নজর রাখা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার মহিলাদের আশ্রয় দেয়া এবং মানবাধিকার এনজিওদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা দেয়া হয়ে থাকে। দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমে দাতাদেশগুলোর একটি স্থানীয় ওয়ার্কিং গ্রুপের কো-চেয়ারম্যান হলো বিশ্বব্যাংক ও যুক্তরাষ্ট্র। ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রধানত দেশে দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে তথ্যের সমন্বয়ের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো দুর্নীতি দমন কমিশনের গঠন কাঠামো প্রণয়ন ও কমিশন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান।

বিগত বছরে দুতাবাস আইনের শাসন প্রসার, নারী ও ছাত্র নেতৃত্ব, নাগরিক দায়িত্ববোধ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উন্নয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যসমূহ এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটরস প্রোগ্রামের আওতায় ২২জন বাংলাদেশীকে যুক্তরাষ্ট্র সফরের ব্যবস্থা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো তার মানবাধিকার ও গণতন্ত্র বিষয়ক তহবিল থেকে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মহিলা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য একটি আঞ্চলিক প্রকল্পে সহায়তা দেয়। আঞ্চলিক কর্মশিবির ও দেশওয়ারি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো মহিলাদের নির্বাচনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, নির্বাচিত পদে দায়িত্ব পালনে মহিলাদের যোগ্যাতার উন্নয়ন করা এবং অন্যান্য মহিলাদের ও নির্বাচিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দানে মহিলা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের যোগ্যতা গড়ে তোলা।

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের দক্ষিণ এশিয়া ব্যুরো দক্ষিণ এশীয় মুসলিম মহিলাদের একটি আঞ্চলিক কর্মশিবিরেও সহায়তা দেয়। এই কর্মশিবিরে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, ও শ্রীলংকা এবং সেই সংগে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মহিলাদের একত্রিত করে মুসলিম মহিলাদের সাধারণ চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান খোঁজা হয়েছে। তারা ইসলামের আওতায় মহিলাদের অধিকার অনুধাবনের উদ্দেশ্যে কর্মকৌশল নিয়ে আলোচনা করেন এবং নিজেদের সমাজে এবং আইন কাঠামোর আওতায় এই সব অধিকার প্রতিষ্ঠায় ধ্যান ধারণা উদ্ভাবন করেন।

জানুয়ারী মাসে যখন বাংলাদেশ সরকার আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রকাশনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তখন আমাদের রাষ্ট্রদুত বাংলাদেশের উর্ধতন কর্তাদের সাথে দেখা করে আমাদের গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করেন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাংলাদেশ সরকার এই নিষেধাজ্ঞাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার লক্ষ্যে গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ করার পর যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ

সরকারের কাছে একটি কড়া বার্তা প্রেরণ করে যাতে বলা হয় যে, বাংলাদেশ সরকারের এই পদক্ষেপ বাংলাদেশ শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত ধর্মীয় ও বাক স্বাধীনতার নিশ্চয়তার বিধানকে লংঘন করেছে। সুশীল সমাজের ছয়টি গ্রুপ এবং আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন সদস্য সরকারের এই পদক্ষেপের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করে এবং হাইকোর্ট তাদের পক্ষে রায় প্রদান করে। হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের একটি অংশ। বাংলাদেশ সরকার দুই বার ঢাকায় অবস্থিত আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সদর দফতরে আহমদিয়া বিরোধীদের হামলা কার্যকরভাবে প্রতিহত করে।

বাংলাদেশী শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করা যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক মানবাধিকার কৌশলের একটি অংশ। এই লক্ষে দি আমেরিকান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল লেবার সলিডারিটি (এসিআইএলএস), বাংলাদেশ সরকার, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শিশু শ্রম নির্মূল কর্মসূচী (আইএলও/আইপিইসি) এবং স্থানীয় শ্রমিক এবং বিভিন্ন শিল্প গ্রুপের সাথে রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্প থেকে শিশু শ্রম নির্মূলের ব্যাপারে কাজ করেছে। এই উদ্যোগের সাথে কর্মজীবি মহিলাদের শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, অনানুষ্ঠানিক খাতে নারীদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন এবং প্রতিবন্ধীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিও অন্তর্ভুক্ত।

আইপিইসি-এর মাধ্যমে আইএলও শিশু শ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে তিন বছর মেয়াদী একটি কর্মসূচীসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত করে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল বিড়ি প্রস্তুত শিল্প, দিয়াশালাই শিল্প, চামড়া শিল্প, নির্মান শিল্পে শিশু শ্রম নির্মূল এবং গৃহভৃত্য হিসেবে কর্মরত শিশুদের রক্ষা করা। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে ২২,৯০০ শিশুকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ৩০,০০০ এর অধিক শিশুকে অনানুষ্ঠানিক অথবা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অথবা পেশাগত প্রশিক্ষণ নেয়ার পূর্ব স্তরের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। ২০০৪ সালে রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলগুলোতে শ্রমিকদের সীমিত সমাবেশ করার অনুমোদন প্রদান করে জাতীয় সংসদ একটি আইন পাশ করে। দুতাবাস অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে এই আইনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করছে যার আওতায় রয়েছে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচন। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে এসিআইএলএস এবং বাংলাদেশ ইন্ডিপেনডেন্ট গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন এই আইনের খসড়া প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

আলোচ্য বছর যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ পাচার প্রতিবেদনে (ট্র্যাফিকিং ইন পারসনস্ রিপোর্ট) বাংলাদেশকে তৃতীয় স্তরে নামিয়ে আনা হয়। এর পর যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের সাথে একটি পাচার-বিরোধী কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। বাংলাদেশ যথেষ্ট সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয় এবং পাচারকৃতদের উদ্ধারে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কার্যক্রম জোরদার হয়, পাচারকারী গ্রেফতার হয় এবং নব্বই দিনের মধ্যে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় দ্বিতীয় স্তরে উপনীত করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় পুলিশ মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। একটি অত্যন্ত সক্রিয় গণকূটনীতি কর্মসূচী এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে অব্যাহত মত বিনিময়ের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র তার উদ্বেগগুলো তুলে ধরে।

মানুষ পাচার রোধের উদ্দেশ্যে গণ সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সুশীল সমাজ, অন্যান্য দাতাদেশ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সরকারের সাথে যুক্তরাষ্ট্র বেশ কয়েকটি সড়ক শোভাযাত্রার আয়োজন করে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বিনা মূল্যে পাচার বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান

প্রচার করে। ২০০৩ সালে শুরু হওয়া ইমামদের সাথে মতবিনিময়ের সফল কর্মসূচীকে দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা হবে এবং তাদেরকে মানবাধিকার, নারী অধিকার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, এইডস/এইচআইভি, কৃষি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, গণতন্ত্র, শাসন ব্যবস্থা এবং পাচার বিরোধী সম্পর্কিত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত করা হবে। বিগত বছর দশটি বড় গ্রামের ৪০০০ মানুষকে মসজিদের ইমামরা মানুষ পাচার সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। অনেক ইমাম এখন জুম্মার নামাজের পর এবং অন্যান্য সামাজিক সমাবেশে মাঝে মাঝে মানুষ পাচারের অভিশাপ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস ঢাকার বাইরে বিভিন্ন এলাকায় মানুষ পাচার বিরোধী চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে। এই সব প্রদর্শনীতে কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত হয়। স্থানীয় এনজিও ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক দলের সহযোগিতায় দুতাবাস বিশেষ পল্লী সঙ্গীতের মাধ্যমে পল্লী এলাকার মানুষের মাঝে মানুষ পাচার বিরোধী বার্তা পৌঁছে দেয়।

==========